সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪১৯
WEEKLY BOOKLET: 419

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর প্রায় ৩৭ বছর আগের বয়ান

রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা

ঈমান কখন পরিপূর্ণ হয়? ০৩
এক নারী কেঁদে কেঁদে প্রাণ দিলেন ১৪
রাসূলের মুয়াযযিনের মদীনা শরীফ থেকে হিজরত ০৯
মুশরিকদের বিরোধিতা করো ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা(১)

আত্তারের দোয়া: হে রব্বে কারীম! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা"** পড়বে বা শুনে নিবে, তাকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালোবাসা নসীব করুন এবং তাকে তার মা-বাবা ও পরিবারসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

মুসলমানদের প্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা গুনাহকে এত দ্রুত মিটিয়ে দেয় যে, পানিও আগুনকে ততো দ্রুত নেভাতে পারে না এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করার চেয়েও উত্তম। **(আল ক্বাওলুল বাদী', পৃ. ২৫৮)**

---

১. এই বয়ানটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবি যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৭ সালে দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম মাদানী মারকায জামে মসজিদ গুলজারে হাবীব, করাচীতে আশিকানে রাসূলের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রদান করেছিলেন, যা আল মাদীনাতুল ইলমিয়া -এর "" আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান বিভাগ সংকলন করেছে।

www.dawateislami.net

محمد کی محبّت دینِ حق کی شرطِ اوّل ہے
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمّل ہے

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! আপনি বলে দিন,হে মানবকূল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

এই আয়াতে মোবারাকায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ভালোবাসা অর্জন করার জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা শর্ত। অর্থাৎ, যদি কেউ আল্লাহ পাকের মাহবুব (প্রিয় বান্দা) হতে চায়, তবে তার উচিত সুন্নাতের অনুসরণ করা। আর এটা স্পষ্ট যে, সুন্নাতের অনুসরণ সেই করবে, যার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা রাখে না, তবে শুধু অনুকরণ ও অনুসরণ করে তার কোনো লাভ হবে না, কারণ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীই আল্লাহর মাহবুব হতে পারে। যে ভাগ্যবান উম্মতকে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে ভালোবাসবেন এবং নিজের পছন্দনীয় হিসেবে গ্রহণ করবেন, তার প্রেমাস্পদ, গ্রহণ যোগ্যতা এবং মর্যাদা-এর শান কেমন হবে! মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

الله کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے
اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو

(যওকে না'ত, পৃ. ২০৬)

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন আমরা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসবো, , তা নাহলে আমরা পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবো না। যেমন:

ঈমান কখন পরিপূর্ণ হয়?

একবার হযরত ফারূকে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার প্রাণ ছাড়া বাকি সব কিছুর চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয়।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: না! সেই সত্তার শপথ, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! (হে ওমর! তোমার ভালোবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না) যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হবো না ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাকের শপথ! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। এ কথা শুনে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اَلْآنَ يَا عُمَر" অর্থাৎ, হে ওমর! এখন (তোমার ভালোবাসা) পূর্ণ হলো। **(বুখারী, ৪/২৮৩, হাদীস: ৬৬৩২,)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা ও গুণাবলী আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হওয়া উচিত। যদিও আমরা

www.dawateislami.net

মৌখিকভাবে প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় বলি এবং ভালোবাসার দাবী করি, কিন্তু এই ভালোবাসার চিহ্ন এবং ব্যাকুলতা আমাদের মধ্যে বাস্তবে পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ শুধু কথার গাজী ছিলেন না, বরং বাস্তবেও করে দেখাতেন। তাঁরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এমন ব্যাকুল ভালোবাসা রাখতেন, যার কোনো তুলনা হয় না। তাঁরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি আদব বা ধরণ নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করতেন, এমনকি যদি কেউ কোনো হাদীস শরীফ বর্ণনা করার সময় প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনো বিশেষ ধরন অবলম্বন করতেন, তবে সাহাবায়ে কিরাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْও সেই হাদীস বর্ণনা করার সময় সেই বিশেষ ধরনটিই অবলম্বন করতেন, যেমন:

সর্বশেষ জান্নাতী ব্যক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ব্যক্তি সে হবে, যে হোঁচট খেতে খেতে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে এবং জাহান্নামের আগুন তাকে ঝলসে দেবে। যখন সে জাহান্নাম পার হয়ে যাবে, তখন সেদিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে বলবে: বড়ই বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আমাকে তোমার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তারপর সে একটি ছায়াযুক্ত গাছ দেখতে পাবে এবং আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবে: হে মালিক! আমাকে এই গাছের নিকটবর্তী করে দিন, যাতে আমি এর ছায়া লাভ করতে পারি এবং এর পানি পান করতে পারি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হে আমার বান্দা! যদি আমি তোমাকে এটা দান

করি, তবে এর পরে তো আর কিছু চাইবে না? সে আরয করবে: না, ইয়া রব! এবং সে তার রবের কাছে ওয়াদা করবে যে, সে এর পরে আর কিছু চাইবে না। আল্লাহ পাক তার অপারগতা কবুল করবেন, কারণ সে এমন জিনিস দেখছিল যার উপর সে ধৈর্যধারণ করতে পারছিল না। আল্লাহ পাক বান্দাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দেবেন এবং সে তার ছায়া লাভ করবে ও পানি পান করবে। তারপর সে আরেকটি গাছ দেখতে পাবে যা আগের গাছের চেয়েও বেশি সুন্দর। তা দেখে সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে:

মাওলা! আমাকে এই গাছের নিকটবর্তী করে দিন, যাতে আমি এর ছায়া লাভ করতে পারি এবং এর পানি পান করতে পারি। আমি এর পরে আর কিছু চাইব না। আল্লাহ পাক বলবেন: হে আদম সন্তান! তুমি কি ওয়াদা করনি যে, তুমি এর (পূর্বের গাছের) পরে আর কিছু চাইবে না? তারপর আল্লাহ পাক বলবেন: যদি আমি তোমাকে এই গাছের নিকটবর্তী করে দিই, তবে এর পরে তো আর কিছু চাইবে না? সে আরয করবে: না, ইয়া রব! এবং সে তার রবের কাছে ওয়াদা করবে যে, সে এর পরে আর কিছু চাইবে না। আল্লাহ পাক তার অপারগতা কবুল করবেন, কারণ সে এমন জিনিস দেখছিল যার উপর সে ধৈর্যধারণ করতে পারছিল না। আল্লাহ পাক বান্দাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দেবেন এবং সে তার ছায়া লাভ করবে ও পানি পান করবে। তারপর সে জান্নাতের দরজার কাছে একটি গাছ দেখতে পাবে, যা আগের দুটি গাছের চেয়েও বেশি সুন্দর ও মনোরম হবে। সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে: হে মাওলা! আমাকে এই গাছের কাছে করে দিন, যাতে আমি এর ছায়া লাভ করতে পারি এবং এর পানি পান করতে পারি। আমি এর পরে আর কিছু চাইব না। আল্লাহ পাক

www.dawateislami.net

বলবেন: হে আদম সন্তান! তুমি কি ওয়াদা করনি যে, তুমি এর পরে আর কিছু চাইবে না? বান্দা আরয করবে: কেন নয়, ইয়া রব! কিন্তু এখন এর পরে আর কিছু চাইব না। আল্লাহ পাক তার অপারগতা কবুল করবেন, কারণ সে এমন জিনিস দেখছিল যার উপর সে ধৈর্যধারণ করতে পারছিল না। আল্লাহ পাক বান্দাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দেবেন এবং সে তার ছায়া লাভ করবে ও পানি পান করবে। তারপর যখন সে জান্নাতীদের আওয়াজ শুনবে, তখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে: হে রব! আমাকে জান্নাতেই প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ পাকের রহমত উচ্ছ্বসিত (রহমতের সাগরে জোয়ার চলে আসবে) হবে এবং ইরশাদ করবেন: হে বান্দা! তোমার চাওয়াকে কোন জিনিস আটকাতে পারে? তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার দ্বিগুণ জায়গা জান্নাতে দান করবো? বান্দা (অবাক হয়ে) আরয করবে: হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি রাব্বুল আলামীন?

এই ঘটনা শোনানোর পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল এবং তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন: তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ না কেন আমি হাসলাম? সবাই আরয করল: আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন: যখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন, তখন তিনিও মুচকি হেসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আরয করেছিলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি কেন হাসলেন? তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: রাব্বুল আলামীনের হাসির কারণে, কারণ যখন বান্দা বলবে: আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি রাব্বুল আলামীন? তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, তবে আমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। **(মুসলিম, পৃ. ১০০, হাদীস: ৪৬৩,)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা? সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি কেমন আকর্ষণ ছিল! তাঁরা নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ধরণ গুলোকে আয়ত্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন এবং এই ব্যাপারে এটাও দেখতেন না যে, যদি আমরা অমুক কাজটি না করি তবে গুনাহ হবে না, বা অমুক কাজটি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর অমুকটি সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা ইত্যাদি ইত্যাদি । তাঁরা শুধু এটাই দেখতেন যে, অমুক কাজটি নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে করেছেন। তারপর সেই কাজটি ঠিক সেভাবেই করার চেষ্টা করতেন এবং কোনো সমালোচনাকারীর সমালোচনার পরোয়া করতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে,

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں   عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

হে আশিকানে রাসূল! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এমন অনন্য আশিকে রাসূল ছিলেন যে, তাঁরা প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি ধরণ আয়ত্ত করার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ভালোবাসা ভরা ঘটনা পড়ুন:

উটনীকে চক্কর দেওয়ানোর হিকমত

হযরত আল্লামা কাযী আয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "শিফা শরীফে নকল করেন: এক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا তাঁর উটনীকে ঘোরালেন। জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন: এ ছাড়া আমার আর কিছু জানা নেই যে, আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই স্থানে এমনটি করতে দেখেছি, তাই আমিও ঠিক তেমনই করেছি। **(আশ-শিফা, ২/১৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি আকর্ষণ দেখুন আর অন্যদিকে আমাদের ভালোবাসার দিকে খেয়াল করুন, যা একেবারে অন্তঃসারশূন্য, আমলহীন এবং কেবল জিহ্বার ডগা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আফসোস! যখন আমাদের সামনে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হয়, তখন আমরা তেমন কোনো বিশেষ অবস্থা অনুভব করি না! এর বিপরীতে, যখন আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর সামনে প্রিয় আকা মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তাঁদের চেহারার রঙ ভয়ে ও শ্রদ্ধায় বদলে যেত এবং প্রেম ও ভালোবাসায় তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকত। এই প্রসঙ্গে দুটি মর্মস্পর্শী ঘটনা শুনুন এবং রাসূল প্রেমে বৃদ্ধি ঘটান:

(১) আমাদের তাঁর উপর দয়া হতো

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস মোবারক বর্ণনা করা হতো, তখন তিনি এত কাঁদতেন যে, আমাদের তাঁর উপর দয়া হতো। **(শিফা, ২/৪১,)**

(২) যিকর মোবারক শুনেই গম্ভীর হয়ে যেতেন

হযরত ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত হাসিখুশি ও রসিক মেজাজের ছিলেন কিন্তু যখন তাঁর সামনে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তিনি একেবারে গম্ভীর হয়ে যেতেন। চেহারায় এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করত, শরীর মোবারক থেকে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেত এবং হাসিখুশি ভাব একেবারে শেষ হয়ে যেত। **(শিফা, ২/৪৩)**

www.dawateislami.net

মুস্তাফার বিরহে মদীনা শরীফ থেকে হিজরত

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর অনেক সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এর জন্য মদীনা শরীফে থেকে জীবনযাপন করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল, কারণ যখন তাঁরা মদীনা শরীফে প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওঠা-বসার স্থান এবং সেই গলিগুলো দেখতেন যেখানে নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পদচারণা করতেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতেন না। তাই সেই বিরহ ও বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাঁরা মদীনা শরীফ থেকে হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। **(মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২/৪৪৪)**

রাসূলের মুয়াযযিনের মদীনা শরীফ থেকে হিজরত

হযরত বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ও নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতেন না। তাই কখনো কখনো তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উপর এমন ভাবাভেগ সৃষ্টি হতো যে, তিনি মদীনা শরীফের গলিতে পাগলের মতো ঘুরতেন এবং লোকদের জিজ্ঞেস করতেন: যদি তোমরা কোথাও তাজেদারে মদীনা صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে থাকো, তবে আমাকেও দেখাও। অবশেষে বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি মদীনা শরীফ ছেড়ে সিরিয়ার 'হালাব' শহরে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পর এক রাতে যখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন, তখন তাঁর ভাগ্য উজ্জ্বল হলো এবং তিনি স্বপ্নে মদীনার তাজদার صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলেন। তাঁর মোবারক ঠোঁট নড়ে উঠল, রহমত ও ভালোবাসার ফুল ঝরতে লাগল এবং কথাগুলো এভাবে সজ্জিত হলো:

مَاهٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَال! اَمَا اٰنَ لَكَ اَنْ تَزُوْرَنِيْ يَا بِلَال!

অর্থাৎ, হে বিলাল! এই কঠোরতা কেন? এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, তুমি আমার যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হবে! এই মহান ফরমান শুনেই হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সফরের প্রস্তুতি নিলেন, বাহনে আরোহণ করলেন এবং মদীনা শরীফের দিকে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলেন।

একটার পর একটা মনযিল অতিক্রম করে মদীনা পাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে রাখবেন! যার কোমর তায়্যিবা (মদীনা)-এর সংকল্পে বাঁধা থাকে, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাই হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মনে কেবল একটাই ধুন ছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে পৌঁছাতে হবে।

گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر	یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے
کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخلِ مدینہ	آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے

অবশেষে এই প্রেমিক মদীনা পাকের সুগন্ধময় পরিবেশে পৌঁছে গেলেন। মদীনা শরীফের গলিতে পৌঁছাতেই তাঁর মনের জগৎ বদলে গেল, এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক অবস্থা ছেয়ে গেল। তিনি পাগলের মতো মদীনা শরীফের গলিতে তাজেদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে খুঁজতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মদীনা শরীফের গলিতে দেখতে পেলেন না, তখন সমস্ত মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর হুজরায় বিদ্যমান রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রাওযায়ে

www.dawateislami.net

আনোয়ারের কাছে পৌঁছালেন এবং কেঁদে কেঁদে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হালাব (সিরিয়া) থেকে গোলামকে যিয়ারতের জন্য ডেকেছেন, আর যখন গোলাম যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়েছে, তখন আপনি পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছেন।

যাই হোক! এদিকে আরয পেশ করা হচ্ছিল আর ওদিকে মদীনা তায়্যিবায় এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলের মুয়াযযিন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُমদীনা শরীফে তাশরীফ এনেছেন। ব্যস, এরপর সকলের দৃষ্টিতে প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মৃতিচিহ্নগুলো আবার ভেসে উঠতে লাগল, ব্যাকুল হৃদয় ছটফট করতে লাগল, মানুষ অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُএর কাছে তাঁর সেই বেদনা ও আকুতিভরা আযান আরেকবার শোনানোর জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُঅপারগতা প্রকাশ করে বললেন: হে ভাইয়েরা! তোমরা জানো যে, যখন আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী জীবনে আযান দিতাম, তখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله বলার সময় তাঁর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীদার করে নিতাম, কিন্তু আফসোস! আজ সেই দৃশ্য চোখের আড়ালে! তাই আমি আযান দেওয়ার শক্তি রাখি না। যা হোক, হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُকোনোভাবেই আযান দিতে রাজি হলেন না। কিছু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم এই প্রস্তাব দিলেন যে, কেন হাসনাইনে কারিমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে ডেকে আনা হচ্ছে না? যখন প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতিরা অনুরোধ করবেন, তখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না।

সুতরাং, লোকেরা দ্রুত দুই শাহযাদাকে নিয়ে এল। হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দুই শাহযাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আদর করতে

লাগলেন। শাহযাদারা অনুরোধ করলেন: হে বিলাল! আমাদের একবার সেই আযান শুনিয়ে দিন যা আপনি আমাদের নানা জান صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী জীবনে দিতেন। এখন আর অস্বীকার করার সুযোগ কোথায়? সুতরাং, হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মসজিদে নববী শরীফের ছাদের সেই অংশে তাশরীফ নিয়ে গেলেন যেখানে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী জীবনে আযান দিতেন। যখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মদীনা শরীফের নূরানী পরিবেশে তাঁর বেদনাভরা কণ্ঠে " اَللهُ اَكۡبَرُ اَللهُ اَكۡبَرُ " বলে আযান শুরু করলেন, তখন প্রতিটি ঘর-দুয়ার কেঁপে উঠল, মানুষের মধ্যে শোক ও বেদনার এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সৃষ্টি হলো। ধীরে ধীরে (অর্থাৎ আস্তে আস্তে) আযানের ধ্বনি মদীনা শরীফের পরিবেশে উঁচু হতে লাগল, যা শুনে মানুষের কান্নায় হেঁচকি আটকে গেল, সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ الله বললেন, তখন হাজার হাজার চিৎকার একসাথে বাতাসে ভেসে উঠল এবং সে সময় মানুষের কান্নার কোনো সীমা ছিল না। ছোট ছোট বাচ্চারা তাদের মায়েদের জিজ্ঞেস করতে লাগল: রাসূলের মুয়াযযিন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তো এসে গেছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা তো দেখা যাচ্ছে না, তিনি কখন তাশরীফ আনবেন?

যাই হোক, যখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ الله বললেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চোখের সামনে পেলেন না, তখন বিচ্ছেদের বেদনায় তাঁর একটি জোরালো চিৎকার বাতাসে মিলিয়ে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন উঠে কেঁদে কেঁদে সিরিয়ার দিকে রওনা হলেন। **(মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২/৫৮৩)**

www.dawateislami.net

হযরত বিলালের ওফাত

যখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন: وَاحُزۡنَاہُ অর্থাৎ "হায় আফসোস!" হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর শোকাহত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: وَاطَرَبَاہُ অর্থাৎ হায়, কী আনন্দের কথা! غَدًا تَلۡقَی الۡاَحِبَّۃَ مُحَمَّدًا وَحِزۡبَہ অর্থাৎ কাল আমরা আমাদের বন্ধুদের, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবাদের সাথে মিলিত হব। **(ইহয়াউল উলূম, ৫/২৩১)**

কোনো এক আশিক কী সুন্দর বলেছেন:

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں
گر فرشتے بھی اُٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں
اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتو! کیوں اٹھوں
مَر کے پہنچا ہوں یہاں اِس دِلرُبا کے واسطے

মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার

হে আশিকানে রাসূল! মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার। **(শু'আবুল ঈমান, ৭/১৭১, হাদীস: ৯৮৮৪)** আর এটি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের একটি মাধ্যম। এজন্যই মুমিন মৃত্যুতে ভয় পায় না, বরং সে খুশি হয় যে, মৃত্যুর পর কবরে আখেরী নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হবে।

www.dawateislami.net

সমস্ত সম্পদ ও সন্তানের বিনিময়ে রাসূলের যিয়ারত

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী: আমার জাহেরী ওফাতের পর এমন লোকও আসবে যারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! যদি তাদের সমস্ত সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে নেওয়া হতো এবং এর বিনিময়ে তারা আমার যিয়ারত করতে পারতো।

(মুসলিম, পৃ. ১১৬৪, হাদীস: ৭১৪৫)

قسمت مجھے مِل جائے بلالِ حبشی کی　　دم عشقِ محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے

এক নারী কেঁদে কেঁদে প্রাণ দিলেন

সমস্ত মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক নারী আরয করলেন: আমাকে তাজদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক রাওযা যিয়ারত করিয়ে দিন। হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا হুজরা শরীফ খুলে দিলেন এবং সেই নারী রাওযায়ে আনোয়ারের যিয়ারত করে কেঁদে কেঁদে প্রাণ দিয়ে দিলেন। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশদ ১২/৩৪৩)**

آپ کے عشق میں اے کاش! کہ روتے روتے
یہ نکل جائے میری جان مدینے والے

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৪২২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! এক নারীর রাসূল প্রেম, যিনি রাওযায়ে আনোয়ারের যিয়ারত করতে গিয়েই প্রেম ও ভালোবাসার এক অপূর্ব অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের দরবারে নিজের প্রাণের নযরানা (হাদিয়া) পেশ করে দিলেন!

www.dawateislami.net

ঠিক এভাবেই আমাদের বুযুর্গদের নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ব্যাকুল প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসার সেই আবেগ ও উদ্দীপনা আর নেই। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ শুধু মৌখিকভাবে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার দাবী করতেন না, বরং কার্যত এর প্রমাণও রাখতেন। অথচ আমরা কেবল মৌখিকভাবে ভালোবাসার দাবী করি, কিন্তু কার্যত এর কোনো প্রমাণ রাখি না। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি ধরণের উপর আমল করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। যেমন-

প্রিয়জনের ধরণের প্রতি ভালোবাসা

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমিও তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে দাওয়াতে শরীক হয়েছিলাম। যবের রুটি এবং ঝোল হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে আনা হলো, যাতে কদু এবং শুকানো লবণাক্ত মাংস ছিল। খাওয়ার সময় আমি তাঁকে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمদেখেছি যে, তিনি পাত্রের চারপাশ থেকে কদুর টুকরো খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। সেদিন থেকেই আমি কদু পছন্দ করতে শুরু করি। **(বুখারী, ৩/৫৩৭, হাদীস: ৫৪৩৬)**

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ কী পরিমাণ নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দের প্রতি খেয়াল রাখতেন। কিন্তু আফসোস! আমরা অনেক বিষয়েই তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ ও সুন্নাতগুলোকে উপেক্ষা করে দিই। আকীকা, নিকাহ এবং ওলীমা (মনে রাখবেন! বাসর রাতের পর দুই দিনের মধ্যে

www.dawateislami.net

ওলীমা করা সুন্নাত। (তিরমিযী, ২/৩৪৯, হাদীস: ১০৯৯)এর মতো সুন্নাত আদায়ের অনুষ্ঠানে আমরা সুন্নাতের পরিবর্তে ফ্যাশনকে প্রাধান্য দিই। ফ্যাশনের অনুসারে পোশাক তৈরি করি, চুল কাটি এবং দাড়ি মুণ্ডিয়ে আমাদের চেহারা অগ্নিপূজকদের মতো বানিয়ে ফেলি। যদি আমরা আমাদের পরিবারের দিকে তাকাই, তবে দেখা যাবে যে, পরিবারের কোনো সদস্যেরই জুলফী (লম্বা চুল) রাখার সৌভাগ্য হয় না, অথচ জুলফী রাখা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত। প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবসময় জুলফী রাখতেন, কখনো অর্ধেক কান পর্যন্ত, কখনো পুরো কান পর্যন্ত এবং কখনো আরও বড় হয়ে গেলে তা মোবারক কাঁধ স্পর্শ করত। (আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়া, পৃ. ১৮, ৩৪, ৩৫)

(আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাড়ি সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন: আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানের উপর মৃত্যু নসীব করুক, এর আগে যেন আমাদের চেহারা مَعَاذَ الله মুস্তাফার দুশমনদের মতো না হয়ে যায়! নিজের এই মানসিকতা তৈরি করে নিন যে, ক্ষুর চললে যেন আমাদের গলায় চলে, আমাদের দাড়িতে যেন কখনো না চলে। আফসোস! আজকাল অনেক মুসলমান দাড়ি শরীফের চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে নোংড়া ড্রেনে ভাসিয়ে দেয়! আফসোস! এমন লোকদের আখিরাতে কী হবে? এমন কাজ যারা করে, তাদের হুঁশ (জ্ঞান) ফেরা উচিত।

মনে রাখবেন! এক মুষ্টি দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করা দুটোই হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। দেখুন! দাড়ি রাখা সমস্ত নবী عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মুবারক সুন্নাত। এমন কোনো নবী নেই যিনি مَعَاذَ الله দাড়ি মুণ্ডিয়েছেন। একইভাবে, কোনো

www.dawateislami.net

ওলীও দাড়ি মুণ্ডাতে পারেন না, আর যদি কোনো দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি নিজেকে "ওলী" বলে বা বলায়, তবে সে লোকদের ধোঁকা দিচ্ছে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাতের অনুসরণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ "ওলী" হতে পারে না। এমনকি এক আরিফ বিল্লাহ (আল্লাহর এক ওলী) এর উক্তি হলো: যদি তুমি কোনো শায়খকে বাতাসে উড়তে বা পানিতে হাঁটতে দেখ, কিন্তু সে কার্যত আল্লাহর কোনো ফরয বা নবীর কোনো সুন্নাত ত্যাগ করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এটি তার কারামত নয়, বরং ইস্তিদরাজ (বেপরোয়া নাফরমান বা কাফিরদের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা, যা তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ পায়, তাকে ইস্তিদরাজ বলে)।

মুশরিকদের বিরোধিতা করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার দাবী তো করি, কিন্তু তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফকে আমাদের চেহারায় সাজাই না, অথচ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَاَحْفُو الشَّوَارِبَ অর্থাৎ, "মুশরিকদের বিরোধিতা করো, দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ ছোট করো।"

দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ খুব ছোট করো।" **(বুখারী, ৪/৭৫, হাদীস: ৫৮৯২)** একইভাবে আরেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي অর্থাৎ, "যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল (অর্থাৎ বিমুখ হলো), সে আমার থেকে নয়।" **(বুখারী, ৩/৪২১, হাদীস: ৫০৬৩)**

একইভাবে একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।" **(আবু দাউদ, ৪/৬২, হাদীস: ৪০৩১)**

www.dawateislami.net

দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তিদের এই হাদীস পাক থেকে খুব শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, مَعَاذَ الله যদি দাড়ি মুণ্ডানোর কারণে তাদের অগ্নিপূজকদের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং কিয়ামতের দিন অগ্নিপূজকদের সাথে ওঠানো হয়, তবে তাদের কী হবে! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আজকের এই ফিতনাপূর্ণ যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী আমাদের অন্যদের ছেড়ে প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচল ধরতে, অন্যদের রীতিনীতি ও ফ্যাশন ছেড়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় পবিত্র সুন্নাতগুলোকে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয় এবং এর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা রয়েছে।

সুন্নাতী পোশাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফ্যাশনেবল পোশাক ছেড়ে সুন্নাতে ভরা পোশাক গ্রহণ করুন। পোশাকে সুন্নাত হলো, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধেক হাঁটু পর্যন্ত হবে এবং হাতার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত এবং চওড়া এক বিঘত হবে। পুরুষের তহবন্দ বা পায়জামা গোড়ালির উপরে থাকবে। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের পায়জামা গোড়ালির নিচে থাকে এবং আমরা এতে লজ্জাবোধ করি না। অথচ নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم ও আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِم এর পদ্ধতি এটাই, যদিও আজ উম্মতের অধিকাংশই এই সুন্নাত থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

মনে রাখবেন! অহংকারবশত পায়জামা বা সালোয়ার গোড়ালির নিচে রাখা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ এবং এই কাজের

www.dawateislami.net

জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে। যেমন একটি হাদীস পাকে আছে: অহংকারবশত যে ব্যক্তি লুঙ্গি (তহবন্দ এবং এর মতো অন্যান্য পোশাক যেমন—পায়জামা, সেলেওয়ার ইত্যাদি) গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে রাখে, সে জাহান্নামে যাবে। **(বুখারী, ৪/৪৬, হাদীস: ৫৭৮৭), (তিরমিযী, ৫/৫১৮, ২৫৬১ নং হাদীসের পাদটীকা)**

আরেকটি হাদীস পাকে আছে: এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার তেহবন্দ মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হলো এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসেই যেতে থাকবে। **(বুখারী, ২/৪৭১, হাদীস: ৩৪৫৮)**

হে আশিকানে রাসূল! রাসূলের প্রতি ভালোবাসার দাবী তো এই যে, যে কাজটিকে তিনি সামান্য পছন্দ করেছেন, তা আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় হওয়া উচিত। আপনাদের যদি অগণিত সুন্নাত থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে সামান্যও কষ্ট হয়, তবে আপনারা এই সুন্নাতগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে না নিয়ে বরং সেগুলো গ্রহণ করুন এবং নিয়্যত করুন যে, اِنْ شَآءَ الله আজ থেকে আমরা সুন্নাত অনুযায়ী পোশাক পরব। সাদা পোশাক পরা সুন্নাত এবং এটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় পোশাক এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি পরার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

যেমন হাদীস পাকে আছে: সাদা পোশাক পরো এবং তোমাদের মৃতদেরও সাদা কাপড়ে কাফন দাও। **(তিরমিযী, ৪/৩৭০, হাদীস: ২৮১৯)**

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতগুলোর উপর খুব ভালোভাবে আমল করার তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১

দরূদ শরীফের ফযীলত ১

ঈমান কখন পরিপূর্ণ হয়? ৩

সর্বশেষ জান্নাতী ব্যক্তি ৪

উটনীকে চক্কর দেওয়ানোর হিকমত ৭

(১) আমাদের তাঁর উপর দয়া হতো ৮

(২) যিকর মোবারক শুনেই গম্ভীর হয়ে যেতেন ৮

মুস্তাফার বিরহে মদীনা শরীফ থেকে হিজরত ৯

রাসূলের মুয়াযযিনের মদীনা শরীফ থেকে হিজরত ৯

হযরত বিলালের ওফাত ১৩

মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার ১৩

সমস্ত সম্পদ ও সন্তানের বিনিময়ে রাসূলের যিয়ারত ১৪

এক নারী কেঁদে কেঁদে প্রাণ দিলেন ১৪

প্রিয়জনের ধরণের প্রতি ভালোবাসা ১৫

মুশরিকদের বিরোধিতা করো ১৭

সুন্নাতী পোশাক ১৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

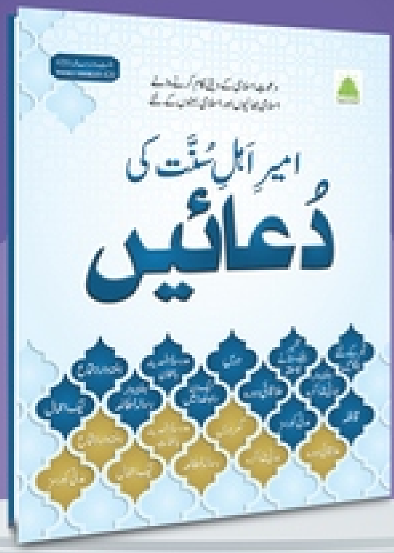

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net